আজকের কাগজ

তারিখ 30 JUN 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

108

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর চরম দুরবস্থা ।। লেখা পড়া ব্যাহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর দুরবস্থা দিন দিন চরম আকার ধারণ করছে।

প্রায় ১২ লাখ জন সংখ্যা অধ্যুষিত এ জেলায় ৩ শ'৮৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার ১শ' ২৮টি, শিবগঞ্জের ১শ' ২০টি, গোমস্তাপুরে ৭২টি, নাচোলে ৩৮টি এবং ভোলাহাট উপজেলার ২৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরেজমিন তদন্ত করে দেখা গেছে, এসব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশই নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এগুলোর মধ্যে কতিপয় সমস্যা রয়েছে যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সামান্য দায়িত্ব বোধ ও আন্তরিকতার সঙ্গে সুসৃষ্টি রাখলেই লাঘব হবে বলে আশা করা যায়।

যেমন ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি, শরীর চর্চা প্রভৃতি। এসব ব্যাপারে শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেছে। নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষককে তাড়ী খেয়ে মাতাল অবস্থায় ক্লাশ নিতে দেখা গেছে।

জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়েই লেখাপড়ার পরিবেশের অভাব রয়েছে। আসবাবপত্রের অভাবে অনেক স্কুলে খোলা আকাশের নিচে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ করতে দেখা গেছে। ক্লাশ রুমে চেয়ার, টেবিল বেঞ্চ ব্লাক বোর্ডের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অনেক স্কুলে ব্লাক বোর্ডই নেই। আবার কোনো কোনো স্কুলে ২/১ টা ব্লাক বোর্ড থাকলেও তাতে কালি নেই। লিখলে দেখা যায় না। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, খেলাধুলার কোনো সরঞ্জাম নেই। কোনো বিদ্যালয়ে ক্রীড়া শিক্ষক না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলার উৎসাহ হারাচ্ছে।

জানা গেছে, উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় এসব প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোতে আসবাবপত্র সরবারাহ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খাবার পানির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। অনেক স্কুলে নলকূপ থাকলেও সংস্কারের অভাবে তা দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। ফলে ছোট ছেলে-মেয়েদের পানির জন্যে পার্শ্ববর্তী বাড়িতে যেতে হচ্ছে। এছাড়া প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের সামনে পতাকা স্ট্যান্ড না থাকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা সম্ভব হয় না। এমন কি বহু স্কুলে জাতীয় সংগীতও গাওয়া হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও বাস্তব অবস্থার তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে না বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে মাযহারুল ইসলাম তরু।